অষ্টম দার্‌স

ইসরা-মি'রাজ

الدرس الثامن

الإسراء والمعراج

তায়েফ থেকে তায়েফবাসীদের রূঢ় ও অমানবিক আচরণ লাভের পর যখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-সেখান থেকে ফিরে এলেন এবং আবূ তালিব ও খাদীজার মৃত্যু সহ কুরাইশের অত্যাচার যখন বহু গুণে বৃদ্ধি পেলো, তখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর অন্তরে একাধিক চিন্তা একত্রিত হলো। তাই মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে শোকাহত ও দুঃখে কাতর নবীর সান্ত্বনা আসলো। কোন এক রাতে যখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-নিদ্রারত ছিলেন, জিবরীল-عليه السلام-বুরাক নিয়ে আসেন। বুরাক ঘোড়া সদৃশ এক জন্তু যার দু'টি দ্রুতমান পাখা আছে এবং তার গতি বিদ্যুতের ন্যায়। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে তাতে আরোহণ করানো হয় এবং জিবরীল-عليه السلام-তাকে ফিলিস্তীনে বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রথমে নিয়ে যান। অতঃপর সেখান থেকে আসমান পর্যন্ত নিয়ে যান। এ ভ্রমণে তিনি পালনকর্তার বড় বড় অনেক নিদর্শন পরিদর্শন করেন। আসমানেই পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করা হয়। তিনি একই রাত্রে তুষ্ট মন ও সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে মক্কায় প্রত্যাগমন করেন। মহান আল্লাহ বলেন, "পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত-যার চারদিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি-যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয় তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল।" (সূরা ইসরাঃ ১) ভোর বেলায় কাবাশরীফে গিয়ে তিনি লোকদেরকে একথা শুনালে কাফেরদের মিথ্যা অভিযোগ ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ আরো বেড়ে যায়। উপস্থিত কয়েকজন লোক তাঁকে বাইতুল মুকাদ্দাসের বিবরণ দিতে বলে। মূলতঃ উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে অপারগ ও অক্ষম প্রমাণিত করা। তিনি তন্ন তন্ন করে সব কিছু বলতে লাগলেন। কাফেররা এতে ক্ষান্ত না হয়ে বলে, আমরা আর একটি প্রমাণ চাই। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বললেন, আমি পথে মক্কাগামী একটি কাফেলার সাক্ষাৎ পাই এবং তিনি কাফেলার বিস্তারিত বিবরণসহ উটের সংখ্যা ও আগমনের সময়ও বলে দিলেন। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-সত্যই বলেছেন কিন্তু কাফেররা হঠকারিতা, কুফ্‌রী ও সত্যকে অস্বীকার করার দরুন উদভ্রান্ত রয়ে গেল। সকাল বেলায় জিবরীল এসে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পদ্ধতি ও সময়সূচী শিখিয়ে দিলেন। ইতিপূর্বে নামায শুধু সকাল বেলায় দু'রাকয়াত ও বিকেল বেলায় দু'রাকয়াত ছিলো।

কুরাইশরা সত্য অস্বীকার করতে থাকায় এ দিনগুলোতে তিনি মক্কায় আগমনকারী ব্যক্তিদের মাঝে দাওয়াতী তৎপরতা চালাতে লাগলেন। তিনি তাদের অবস্থান স্থলে মিলিত হয়ে ইসলাম পেশ করতেন এবং তাদের সামনে তার সুন্দর ব্যাখ্যা দিতেন। আবূ লাহাব তাঁর পিছনে তো লেগেই থাকতো। সে লোকদেরকে তাঁর ও তাঁর দাওয়াত থেকে সতর্ক থাকতে বলতো। একবার মদীনা থেকে আগত এক দলকে ইসলামের আহবান জানালে তাঁরা মনোযোগ দিয়ে শুনেন এবং তাঁর অনুসরণ ও তাঁর প্রতি ঈমান আনতে ঐক্যবদ্ধ হোন। মদীনাবাসীরা ইয়াহুদীদের কাছে শুনতো যে, অদূর ভবিষ্যতে এক নবী প্রেরিত হবেন। তাঁর আবির্ভাবের যুগ নিকটে এসে গেছে। তাঁদেরকে যখন তিনি ইসলামের দাওয়াত দেন,তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, তিনি সেই নবী, যাঁর কথা ইয়াহুদীরা বলেছে। তাঁরা সত্বর ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেন এবং বলেন ইয়াহুদীরা যেন আমাদের অগ্রগামী না হয়। তাঁরা ছিলেন ৬জন। পরবর্তী বছরে মদীনা থেকে ১২জন আসেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাঁদেরকে ইসলাম শিক্ষা দেন। প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁদের সাথে তিনি মুসআব ইবনে উমাইর-رضي الله عنه-কে কুরআন ও দ্বীনের বিধানাবলী শিক্ষা দেয়ার জন্য পাঠান। ঙুসআব-رضي الله عنه-মদীনায় বিরাট প্রভাব ফেলতে সক্ষম হোন। এক বছর পর তিনি যখন মক্কায় আসেন, তখন তাঁর সাথে ৭২ জন পুরুষ ও দু'জন মহিলা ছিলন। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁদের সাথে মিলিত হোন এবং তাঁরা দ্বীনের সহযোগিতা ও এর প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালনের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। অতঃপর তাঁরা মদীনায় ফিরে যান।